NAAE

এক নজরে

এগোল নদিয়া

কৃষ্ণনগর: পুরুষ-মহিলা ভোটারের অনুপাত বাড়ল নদিয়ায়। খসড়া ভোটার তালিকায় ১০০০ জন পুরুষে ৯২৭ জন মহিলা ভোটার ছিলেন। এ বারে সেই অনুপাত বেড়ে দাঁড়ালো ৯৩০। গত বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে প্রথম সাপ্লিমেন্টের যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে নদিয়া জেলার এই তথ্য উঠে এসেছে। নদিয়া জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর ৭ সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় জেলায় পুরুষ ও মহিলা ভোটারের অনুপাত ছিল ৯২৭। তার পর থেকে ভোটার তালিকায় নাম তোলা থেকে শুরু করে নাম বিয়োজন-সংযোজনের যে কাজ শুরু হয়েছিল, গত বৃহস্পতিবার তার ফাইনাল ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তবে ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পুরুষ-মহিলার অনুপাত ৯৪৭। সেখান নদিয়া জেলায় পুরুষ-মহিলার ভোটার অনুপাত ৯৩০। প্রসঙ্গত রাজ্যের ভোটার তালিকায় পুরুষ মহিলার অনুপাত ৯৩৮। নদিয়ার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, "২০১১ সালের জনগণনায় পুরুষ-মহিলা অনুপাতের তুলনায় পুরুষ-মহিলা ভোটারের অনুপাতে অনেকটাই পিছিয়ে আছে এই জেলা। সেই শূন্যস্থান পূরণ করার উদ্যোগ আমরা নেব।"

আনন্দবাজার পত্রিকা ৮ই জানুঃ 2017

ভোটার দিবস উপলক্ষে

কৃষ্ণনগর: জাতীয় ভোটার দিবসকে সামনে রেখে ব্লকে ব্লকে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট থেকে শুরু করে সাইকেল র‌্যালি, মোমবাতি জ্বালানো, শঙ্খ বাজানো প্রতিযোগিতার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। নদিয়া জেলাপ্রশাসনও নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে এই সব কর্মসূচির নির্দেশ দিয়েছে ব্লকগুলিকে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, আগামী ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস। তার আগে এই সব প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি শেষ করতে হবে।

নদিয়ার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, "জাতীয় ভোটার দিবসকে সামনে রেখে আমরা প্রতিযোগিতামূলক নানা কর্মসূচি নিয়েছি। আগামী সোমবার থেকে সেই সব প্রতিযোগিতা শুরু হবে।"

মার্চ -১৭

আনন্দবাজার পত্রিকা ৮ ই জানুঃ ২০১৭

আন্তর্জাতিকস্তরে প্রথম রানাঘাটের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সাত্যকি নিয়োগী

বিএনএ, কৃষ্ণনগর: একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় আন্তর্জাতিকস্তরে প্রথম হয়ে শ্রীলঙ্কার কলম্বো থেকে সোনার পদক নিয়ে বাড়ি ফিরল রানাঘাটের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সাত্যকি নিয়োগী। রানাঘাট পালচৌধুরি উচ্চ বিদ্যালয়ের খুদের এই সাফল্যে গর্বিত রানাঘাটবাসী।

রানাঘাট পুরাতনবাজার স্ট্রিটে বাড়ি সাত্যকির। স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশ নিত সে। সাংস্কৃতিক জগতে থাকতে থাকতে সাত্যকি নাটকেও আগ্রহী হয়ে পড়ে। কলকাতায় একটি নাটকের স্কুলেও ভরতি হয়। গত বছরের মে'মাসে অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংঘের জাতীয়স্তরের একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে সকলের নজর কাড়ে ১২ বছরের বালক। গত ২০-২৪ ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ষষ্ঠ কালচার অলিম্পিয়াড অব পারফর্মিং আর্ট। সেখানে অনুর্ধ-১২ একক নাটক প্রতিযোগিতায় সাত্যকি প্রথম হয়েছে। তাকে সোনার পদক দিয়ে পুরস্কৃত করেছে আয়োজক সংস্থা।

বাবার সঙ্গে কলম্বো পাড়ি দিয়েছিল সাত্যকি। সোনার পদক নিয়ে রানাঘাটে ফিরেছে সম্প্রতি। ফেরার পরেই রানাঘাটবাসী তাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। একাধিক সাংস্কৃতিক সংস্থা তাকে সংবর্ধনা দিচ্ছে। রানাঘাট পালচৌধুরি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও সাত্যকিকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভাস্কর সেনগুপ্ত বলেন, সাত্যকি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছে। কলম্বোতে ওর এই সাফল্যে আমরা গর্বিত।

সাত্যকির বাবা সুদীপ্ত নিয়োগী পেশায় একটি বেসরকারি সংস্থার সামান্য বেতনের কর্মচারী। মা মিতাদেবী গৃহবধূ। ফলে সংসার চালাতেই হিমশিম খাওয়া সুদীপ্তবাবু ছেলের কলম্বো যাওয়ার আর্থিক সংস্থান করতে পারছিলেন না। বিভিন্নজনের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। তাতে সাড়া দিয়ে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেন, পুরসভার চেয়ারম্যান, বিধায়ক, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কর্তারা এগিয়ে এসেছিলেন। সকলের আর্থিক সাহায্যেই ছেলেকে নিয়ে কলম্বো যেতে পেরেছিলাম। ছেলেও সকলের মুখ রেখেছে। ও সাফল্য পেয়েছে।

কলম্বোয় আন্তর্জাতিকস্তরের প্রতিযোগিতায় 'মা' নামে একটি পাঁচ মিনিটের নাটক অভিনয় করেছিল সাত্যকি। অভিনয়ের পারদর্শিতার জন্য সোনার পদক ছিনিয়ে নিয়েছে সে। তার কচি গলায় কৃতজ্ঞতার সুর। সাত্যকি বলল, সবটাই আমার বাবার জন্য। তবে কলম্বো যাওয়ার সময় যাঁরা আর্থিক সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আন্তর্জাতিক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

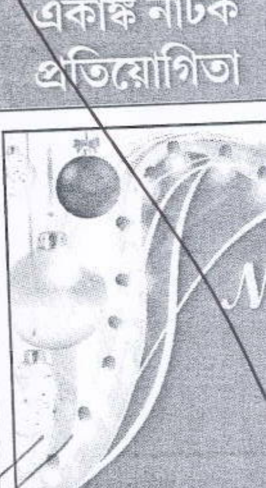

পৃষ্ঠা - ৯

বর্তমান ৯ ই জানুয়ারী 2017

আগামী সপ্তাহেই নদীয়ায় শুরু হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প

আজকালের প্রতিবেদন: কৃষ্ণনগর, ৭ জানুয়ারি— নদীয়া জেলায় শুরু হতে চলেছে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প। চুক্তিভিত্তিক ও দৈনিক এবং নিম্ন আয়ের কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার এই প্রকল্পের সুযোগ পাবেন। এ জন্যে জেলার ২,১৬,৪৮২ জনের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। খুব শিগগিরই এই উপভোক্তাদের কার্ড বিতরণ শুরু হয়ে যাবে। এ জন্যে যাবতীয় প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। কীভাবে এই প্রকল্পের কাজ করা হবে, তা বোঝানোর জন্যে নদীয়ার জেলা পরিষদ সভাকক্ষে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিডিও অফিস এবং হাসপাতালের কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায়। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত উপভোক্তারা নিজেরা, তাঁদের স্বামী বা স্ত্রী, বাবা, মা এবং ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সন্তান এর সুযোগ পাবেন। এ জন্যে নির্দিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। তা হলেই বিনামূল্যে ১৯০০-র বেশি রোগের চিকিৎসা করানো যাবে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত। তবে কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে।

হাসপাতালে থাকাকালীন খাবার, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগও পাওয়া যাবে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরও পাঁচ দিন পর্যন্ত ওষুধের খরচ পাওয়া যাবে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি যাওয়ার জন্যে খরচ হিসেবে ২০০ টাকা পাওয়া যাবে।

এই প্রকল্পের জেলা কোঅর্ডিনেটর সুদীপ মুখার্জি জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের কাজ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। মোট ২,১৬,৪৮২ জনকে স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। এই কার্ড দেখিয়েই নির্দিষ্ট হাসপাতালে চিকিৎসা করানো যাবে।

স্বাস্থ্য - ৩

আজকাল ৮ ই জানুয়ারী ২০১৭

হরিণঘাটার প্রক্রিয়াজাত কোয়েল, এমুর মাংস দুর্গাপুরের খোলা বাজারে

আজকালের প্রতিবেদন: দুর্গাপুর, ২৯ ডিসেম্বর—হরিণঘাটার প্রক্রিয়াজাত মাংস এখন মিলছে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের খোলা বাজারে। অন্য খামারের মাংসের তুলনায় দামের বিশেষ তফাত নেই। এখন রাজ্য সরকারের প্রাণিসম্পদ বিভাগের আওতাভুক্ত হরিণঘাটা খামারের প্যাকেটজাত ককরেল মুরগি, টার্কি, পেকিন হাঁসের মাংস, ভেড়া, খরগোশের আর দেশি কালো ছাগলের মাংস এখন হাতের মুঠোয়। ইস্পাতনগরীর স্ট্রিল মার্কেট লাগোয়া স্টলেই এক ছাতার তলায় পাওয়া যাচ্ছে কোয়েল এবং এমু পাখির টাটকা মাংস। কোয়েলের ডিম বিক্রি হচ্ছে মাত্র ২ টাকা করে। জ্যান্ত প্রায় দেড় কেজি ওজনের মুরগি স্লটার মেশিনে ঢুকিয়ে দিলেই ছাল ছাড়ানো মুরগি বেরবে। পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে তারপর কাটিং মেশিনে টুকরো করে তাজা মাংস অবিরত বিক্রি চলছে। আবার গরম জলে ভিজিয়ে পালক ছাড়িয়ে ওপরের চামড়া–সহ মুরগির মাংস কিনতে পারবেন। এরকমই সুযোগ করে দিয়েছে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের হরিণঘাটা বিভাগ। গোটা মুরগি ১০০ টাকা কিলো। আর ছাড়ানো মুরগির মাংস ১৬০ টাকা। দেশি ককরেল মুরগি গোটা ২০০ টাকা। তবে দাম ওঠানামা করে। প্যাকেটের টার্কির মাংস ৬০০ টাকা কেজি। খরগোশ আর এমুর মাংস ৪৮০ টাকা কিলো। দুর্গাপুর বায়ো গার্ডেন প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থার এই 'গুড ফুড' দোকানে মিলছে হরিণঘাটার ঘি, মধু। মালিক অধীনেন্দ্রনাথ পাইন বলেন মাংসের ভাল চাহিদা রয়েছে। প্যাকেটে কোয়েলের মাংস বিক্রি করি পাঁচ টুকরো ২২০ টাকা। এছাড়া চিকেন সসেজ, নাগেটস, পপকর্ন, ললিপপ ও ড্রামস্টিক মিলবে সবসময়। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শুধু রান্না করতে হবে। সকাল থেকেই এই হরিণঘাটার আউটলেটে ভিড় থাকে জমজমাট। মুরগি হাতে বেছে নিয়ে চটজলদি মেশিনে কেটে মাংস কিনতেই চাইছেন ক্রেতারা। পরিষ্কার, টাটকা, তাজা মাংস নিতে মাঝেমধ্যে লাইন পরে। প্রাণিসম্পদ বিভাগের এমডি গৌরীশঙ্কর কোনার জানান, এবার সরাসরি বাড়িতে ভেজে খাওয়ার জন্য আনা হচ্ছে চিকেন কাবাব, ফিঙ্গার আর কাটলেট। আইএসও মার্কা মেশিনে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। কোনও রঙ দেওয়া হয় না।

ছবি প্রতীকী

আ রা ম বা গ

আজকাল ৩ ই জানুয়ারী 2017